গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)

তৃতীয় পর্যায়ের উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহ (বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নের নিমিত্তে

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি)

নভেম্বর ২০১৫

সার সংক্ষেপ

প্রকল্প ঃ

বিশ্বব্যাংকের (আইডিএ) অর্থায়নে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক, নদীর ঘাট, নদী খনন এবং গ্রামীণ বাজারের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন। প্রকল্পটি পরিবহন ব্যবস্থা সহজ ও পরিবহন ব্যায় হ্রাসের মাধ্যমে স্বল্প খরচে কৃষি পণ্য পরিবহন, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করবে। কৃষি উন্নয়ন এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অনুকূল প্রভাব পরবে।

প্রকল্পের উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহঃ

প্রকল্প নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন করছেঃ

ক) ৭৫০ কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক;

খ) ৫০০ কিঃমিঃ ইউনিয়ন সড়ক;

গ) সংস্কার ও নির্দিষ্ট সময়ান্তরে রক্ষণাবেক্ষণ (RPM) কর্মসূচীর আওতায় ৩৫৫০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়কের সংস্কার;

ঘ) রক্ষণাবেক্ষণ কার্য সম্পাদনে সফলতা ভিত্তিক চুক্তির (PBMC) মাধ্যমে ৪৫০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ;

ঙ) ৫০টি গ্রোথ সেন্টার বা গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন;

চ) ৪৪ কিঃমিঃ নদীপথ খনন ও ২০টি নদীঘাটের উন্নয়ন।

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের যুক্তিকতাঃ

প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ১নং অঞ্চলের ১০টি উপজেলা সড়ক এবং ২নং অঞ্চলের ৯টি উপজেলা সড়কের উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত কোন জমির প্রয়োজন নেই। এলজিইডি নতুন করে কোন প্রকার ব্যক্তিগত জমি ব্যবহার না করে এই উপজেলা সড়কগুলির বর্তমান অবস্থানেই উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করবে। প্রকল্পের জন্য সোস্যাল স্ক্রিনিং করার সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, এই সমস্ত সড়কে, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক লোক নিজস্ব সীমা অতিক্রম করে সড়কে তাদের কাঠামো বর্ধিত করেছে যা সরিয়ে দেওয়া বা পিছিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে। যদিও প্রকল্পের এই সড়কগুলির জন্য কোন ভূমি অধিগ্রহণ বা উচ্ছেদ প্রয়োজন নেই, কিন্তু অতিক্রমকারীদের (Encroacher) বর্ধিত কাঠামো ও গাছপালা আংশিক স্থানান্তর প্রয়োজন। এছাড়া আরও কিছু সামাজিক বিষয় যেমন ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়া এবং ক্ষোভ নিরসন কার্যক্রম পরিচালনা করা ইত্যাদি জড়িত আছে। তাই প্রকল্পের জন্য প্রণীত সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা কাঠামো (SIMF) অনুসরণ করে সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (SIMP) প্রণয়ন করা হয়েছে। অতিক্রমকারীদের কি পরিমান সম্পদ সড়কে পড়েছে তা নির্ণয়ের জন্য প্রকল্প কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপর একটি জরিপ (PAPs Census) কার্যক্রম চালানো হয়। কাঠামোর (আবাসিক এবং বানিজ্যিক) কিছুটা অংশ পিছিয়ে নেয়া বা রোপন করা গাছপালা সরিয়ে নেয়ার জন্য ২৩৮টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তা প্রদান প্রয়োজন। তবে, এর প্রভাব প্রকল্পের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর সামান্যই পড়বে।

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর ক্ষেত্র এবং উদ্দেশ্যঃ

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সম্পদ সরিয়ে নেয়ার জন্য যে সমস্ত রাস্তায় নিজস্ব সীমানা অতিক্রমকারী (Encroacher) ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় এর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি রাখা হয়েছেঃ

(১) ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামো এবং গাছের ক্ষতিপূরণ বাজার মূল্যে প্রদান করা হবে।
(২) সাময়িক ক্ষতির জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামো সরিয়ে নেয়ার জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে।
(৩) বাণিজ্যিক কাঠামো অপসারনের জন্য ব্যবসায়ের যে সাময়িক ক্ষতি হবে তা পূরণের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে।
(৪) ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামো সরানোর প্রক্রিয়ায়, গরীব বিশেষ করে মহিলাদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।
(৫) সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োগ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হবে।

প্রকল্প পরিচিতি করণ এবং জনগনের সাথে মতবিনিময় ঃ

RTIP-II এর সকল উপ-প্রকল্পসমূহ জনগণের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। RTIP-II জনগণের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জনগণের সাথে মতামত বিনিময়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং জনগণের চাহিদার মূল্যায়ন (Need assessment) করেছে। জনগণের সাথে মত বিনিময় এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকারভোগীদের নিকট প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরা এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত সংগ্রহ করা যাতে সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং প্রকল্পের মন্দ প্রভাব কম হয়। ৩৬টি সড়কে ১৬৭টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি) করার সময় ৩৬৪ জন নারী সহ মোট ২৩৯৭ জনের সাথে মতবিনিময় করা হয়। এছাড়াও রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ ১৯২৭ জন উপকারভোগীদের সাথে তাৎক্ষণিক আলোচনা (hot-spot discussion) করা হয়েছে। সামাজিক এবং পরিবেশ স্ক্রিনিং এর সময় প্রতি কিলোমিটার সড়কে একটি করে অথবা অধিক জনসমাগম হয় এমন এলাকায় একটি করে এফজিডির আয়োজন করা হয়। প্রতিটি

উপজেলায় শুধু মহিলা উপকাভোগীদের সাথে অন্তত একটি এফজিডি করা হয়েছে। এই ধরনের ৩৬টি এফজিডিতে ৪০৬ জন মহিলা উপকারভোগী অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

প্রকল্পের এই পর্বে ১৯টি উপজেলা সড়ক উন্নয়নে কোন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবেনা। বিস্তারিত জরিপ এবং অনুসন্ধানের পর দেখা গিয়েছে এই সমস্ত সড়কের কোন কোনটিতে কিছু সংখ্যক লোক সড়কের পার্শ্বস্থ তাদের বাড়ী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করে সড়কের কিছু অংশে বিস্তৃত করেছে। প্রকল্প উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করার সময় এই সমস্ত ঘর বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

প্রকল্পের ১নং অঞ্চলে মাত্র ১টি উপজেলা সড়ক এবং ২নং অঞ্চলে ৪টি সড়ক উন্নয়নের জন্য কিছু কিছু কাঠামো সড়িয়ে নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের উপর জরিপে দেখা গিয়েছে এই সমস্ত উপজেলা সড়কে মোট ২৩৮ জন অতিক্রমকারীকে তাদের অতিক্রান্ত কাঠামো সরিয়ে নিতে হবে। এই সমস্ত অতিক্রমকারীদের পরিবারে ৬৫৯ জন পুরুষ ও ৬৬৩ জন মহিলা সদস্য অর্থাৎ মোট ১৩২২ জন সদস্য রয়েছে।

সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং অনুমিত ব্যয় ঃ

ভূমি অধিগ্রহণবিহীন উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য একটি ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের পরিমাপক (Compensation and Entitlement Matrix) তৈরী করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের পরিমাপকটি ক্ষতিগ্রস্তদের উপর পরিচালিত জরিপ এবং বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণের নীতিমালা (Involuntary Resettlement Policy) OP 4.12 এর সাথে সম্পর্কিত SIMF অনুসরণে তৈরী করা হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণবিহীন উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য কোন বৈধ মালিকানাধীন জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সড়কের উন্নয়ন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সড়কে সম্প্রসারিত তাদের কাঠামো সরিয়ে নিবে এবং তার জন্য তারা ক্ষতিপূরণ পাবে। ক্ষতিগ্রস্তগণ প্রকল্পের জন্য প্রণীত SIMF অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন। ৩০,২১৩ বঃফুঃ স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোর ক্ষতিপূরণের জন্য ২৮,২০,৭৮০ টাকা ক্ষতিপূরণ করা হবে এবং ৩৪,৫৮০ বঃফুঃ অস্থানান্তরযোগ্য কাঠামোর ক্ষতিপূরণের জন্য ৩,১৮,৯৯,৭২০ টাকা প্রদান করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় পুনরায় শুরু করার জন্য ২,৯৯,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদানের জন্য ৩,৯০,৩৯,১৬০ টাকার প্রস্তাবনা করা হয়েছে। এই টাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রদান করবে।